দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ: 01 APR 2015
পৃষ্ঠা: ১৫ কলাম: ৭

কলেজের ৩৮ লাখ টাকা ফেরত দিয়ে চাকরিতে পুনর্বহাল!

■ চৌমুহনী (নোয়াখালী) সংবাদদাতা

চৌমুহনী শহরস্থ একটি কলেজের অধ্যক্ষ কৌশলে কলেজের তহবিল থেকে ৩৮ লক্ষাধিক টাকা পকেটস্থ করার পর ঘটনাটি ফাঁস হলে গভর্নিং বডির তৎপরতায় সমুদয় অর্থ চেকের মাধ্যমে প্রদান করলে গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তে অধ্যক্ষ পুনরায় স্বপদে যোগদান করে।

কলেজ গভর্নিং বডির সূত্রে জানা যায়, চৌমুহনী শহরের চৌরাস্তার দক্ষিণে অবস্থিত জালাল উদ্দিন কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের প্রথম দিকে কলেজ তহবিল থেকে ৩৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা উত্তোলন করেন। ২০১৪ সালে স্থানীয় সংসদ সদস্য মামুনুর রশিদ কিরনকে সভাপতি করে কলেজ গভর্নি বডি পুনর্গঠিত হলে ঘটনাটি ফাঁস হয়ে পড়ে। পরে ঘটনা উদঘাটনের জন্য গঠিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা টিম তদন্ত করে কলেজ তহবিল থেকে ৩৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ও কলেজের টিচার্স ক্লাবের ৫২ হাজার টাকা এবং অপর এক শিক্ষকের ৪৮ হাজার টাকা অধ্যক্ষ নিজের পকেটস্থ করার প্রমাণ পায়। অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ ২ দফায় নগদ ৯ লক্ষ টাকা পরিশোধ করে বাদ বাকী ২৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আজিম এন্ড ব্রাদার্স নামীয় একটি প্রতিষ্ঠানের ০৫-০৫-২০১৫ তারিখের এক্সিম ব্যাংক চৌমুহনী শাখার অনুকূলে চেক প্রদান করে। পরে গভর্নি বডির ১২ মার্চ ২০১৫ তারিখের সভায় শর্তসাপেক্ষে অধ্যক্ষকে যোগদানের সিদ্ধান্ত দিলে অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ ১৬ মার্চ ২০১৫ তারিখে পুনরায় স্বীয়পদে যোগদান করেন।